গাংনীতে পেঁয়াজ চাষিদের বিনামুল্যে পেঁয়াজ বীজ ও উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আগ্রহী গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষিদের মাঝে বিনামুল্যে পেঁয়াজ বীজ,সার ও পলিথিন বিতরন করা হয়েছে।

২০২৫- ২৬ অর্থ বছরের খরিপ-২ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনার আওতায় উপজেলার ৮ হাজার কৃষকদে পেঁয়াজ বীজ, রাসায়নিক সার, পলিথিনসহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরন কাজের উদ্বোধন করা হয়।

আজ সোমবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে প্রণোদনা বিতরনের সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ পরিচালক শায়খুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়র রহমান. উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা আরাফাত মিয়াসহ উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তাগণ।

প্রণোদনায় প্রতিজন কৃষক পেয়েছেন এক কেজি পেয়াঁজ বীজ, এক কেজি কীটনাশক, দুই কেজি পলিথিন দশ কেজি ডিওপি ও দশ কেজি এমওপি সার।

৫ পদে নিয়োগে অর্ধকোটি টাকা লেনদেন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি দারুচ্ছুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসায় জাল স্বাক্ষর ও অনিয়মের মাধ্যমে পাঁচটি পদে নিয়োগ দেখিয়ে অর্ধকোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তীর মাদ্রাসার সুপার আবু জাফর ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নানের দিকে।

স্থানীয়দের দাবি, প্রার্থীপ্রতি ৮ থেকে ১২ লাখ টাকা নিয়ে গোপনে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

জবাবে তিনি এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নান অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, বিষয়টি শিক্ষা কর্মকর্তা ও ডিজির প্রতিনিধি অবগত আছেন। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

তবে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মনিরুল ইসলাম জানান, নিয়োগ কমিটি যে প্রক্রিয়ায় নিয়োগ দিয়েছে, তা সঠিক নিয়মে হয়নি। গোপনে পুরো কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই, এমনকি নিয়োগ কমিটির সদস্যদেরও বিষয়টি জানানো হয়নি। পরে শুধু বেতন বিলে স্বাক্ষরের জন্য কাগজপত্র তার কাছে আনা হয়েছিল। তিনি আরও জানান, নিয়োগ কার্যক্রমে অংশ নেওয়া ডিজির প্রতিনিধির অনুমোদন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ইতোমধ্যে বাতিল করেছে।

মেহেরপুর জেলা সহ দেশের সব মাদ্রাসার অ্যাডহক কমিটি বাতিল

সব বেসরকারি দাখিল ও আলিম মাদ্রাসার বিদ্যমান অ্যাডহক কমিটি বাতিল করেছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড।

একই সঙ্গে সংশোধিত প্রবিধানমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিয়ে আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে নতুন অ্যাডহক কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রোববার (২ আগস্ট) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার প্রফেসর এস এম তৌহিদুজ্জামানের স্বাক্ষর করা এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের গত ৩০ জুলাই জারি করা নির্দেশনার আলোকে এ

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (দাখিল ও আলিম স্তরের বেসরকারি মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি) প্রবিধানমালা, ২০২৫-এর প্রবিধি ৬৪ অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটিসহ দেশের সব বেসরকারি দাখিল ও আলিম মাদ্রাসার বিদ্যমান অ্যাডহক কমিটি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংশোধিত প্রবিধানমালা (এসআরও নং ৮৯-আইন/২০২৬) অনুসারে নতুন অ্যাডহক কমিটি গঠনের পদ্ধতি ও শর্তও নির্ধারণ করে দিয়েছে বোর্ড।

নির্দেশনা অনুযায়ী, নতুন অ্যাডহক কমিটির সভাপতি মনোনয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানপ্রধান (অধ্যক্ষ বা সুপার) স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং জেলা প্রশাসকের (ডিসি) মাধ্যমে তিন সদস্যের একটি প্যানেল প্রস্তাব করবেন। শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, খ্যাতিমান সমাজসেবক, জনপ্রতিনিধি অথবা কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত নবম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে এ প্যানেল প্রস্তুত করতে হবে।

পরে অন্যান্য সদস্যের মনোনয়নের প্রস্তাবসহ তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে পাঠাতে হবে। তবে সিটি করপোরেশন এলাকার দাখিল ও আলিম মাদ্রাসার ক্ষেত্রে আলাদা বিধান রাখা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের অ্যাডহক কমিটির প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে পাঠাতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, এ সংক্রান্ত জরুরি নির্দেশনা দেশের সব বেসরকারি দাখিল ও আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, সুপার, পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সূত্র: মোহনা টিভি

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস

উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগরে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

যথাযোগ্য মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্য ও সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে আগামী ৫ আগস্ট ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস-২০২৬’ উদযাপনের লক্ষ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগরে এক প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রবিবার (২ আগস্ট) দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু শাহমা।

সভায় উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত সকলের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

আলোচনা সভায় ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু শাহমা বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান দেশের গণতান্ত্রিক চেতনা, অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নতুন প্রজন্মের কাছে এ ইতিহাস ও এর তাৎপর্য তুলে ধরতে হবে।

তিনি বলেন, দিবসটি শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গণমানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এর চেতনাকে ধারণ করতে হবে। উপজেলা প্রশাসন সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সহযোগিতায় দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করবে। গৃহীত কর্মসূচিগুলো সফলভাবে বাস্তবায়নে তিনি সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) উত্তম কুমার দাস, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির খানজাহান আলী, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক খাইরুল বাশার এবং মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স। এছাড়াও

উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৪ আগস্ট দিবসটি উপলক্ষে কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ৫ আগস্ট মূল অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

এছাড়া ৫ আগস্ট মুজিবনগর উপজেলায় জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল, পুরস্কার বিতরণীসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হবে। এসব কর্মসূচিতে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভা শেষে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসের কর্মসূচিগুলো সফলভাবে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করে প্রস্তুতিমূলক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পূর্বের সরকার দিল্লীতে জায়গা পেয়েছে, আপনারা বঙ্গপোসাগরেও জায়গা পাবেন না: রবিউল ইসলাম

জুলাইয়ের গণ রায়, জনগণের ৭০ পার্সেন্ট ভোটের মাধ্যমে এদেশে ইনসাফ ভিত্তিক কল্যাণমুলক রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। কিন্তু তারা এই রায় প্রত্যাক্ষান করেছে। বিগত ১৭ বছর যে সরকার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের সঙ্গে পারেনাই। রায় বাস্তবায়ন করে সঠিক গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন নচেৎ পূর্বের সরকার দিল্লীতে জায়গা পেয়েছে, আপনারা বঙ্গপোসাগরেও জায়গা পাবেন না বলে মন্তব্য করেছেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম।

গতকাল শনিবার বিকেলে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গণহত্যার বিচার, জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং

শহীদদের স্মরণে মেহেরপুরের গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথ্গুলো বলেন।

মেহেরপুরের গাংনী মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে গাংনী বাসস্ট্যান্ড চত্বরে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচি শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা শূরা সদস্য মাওলানা আব্দুল মজিদ, মাওলানা আব্দুর রহমান, পৌর জামায়াতের আমির আহসানুল হক, পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি ওয়াস কুরুনী জামিল এবং বায়তুল মাল সম্পাদক জিল্লুর রহমান।

বক্তারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তারা গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচারের দাবি জানান। পাশাপাশি জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা পূরণের আহবান জানান। কর্মসূচিতে উপজেলা ও বিভিন্ন ইউনিয়ন জামায়াতের আমির, সেক্রেটারিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

গাংনীতে স্কুল ফিডিংয়ের গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল শিক্ষার্থীর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির খাদ্যসামগ্রী বহনকারী স্যালো ইঞ্জিনচালিত গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে আমির হামজা (৬) নামে প্রথম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (২১ আগস্ট) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আমির হামজা গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের বাজার পাড়ার আব্দুল হাকিমের ছেলে। সে রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী

ছিল।

স্থানীয়রা জানান, স্কুল ফিডিং কর্মসূচির খাদ্যসামগ্রী বিতরণের জন্য ব্যবহৃত স্যালো ইঞ্জিনচালিত গাড়ির ওপর উঠে খেলছিল আমির হামজা। এ সময় চালক গাড়িটি চালিয়ে দিলে সে নিচে পড়ে যায়। পরে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়।

স্বজন ও স্থানীয়রা তাকে প্রথমে বামন্দীর ডা. ফজলুর রহমান ক্লিনিকে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কুষ্টিয়ার মেডিকেল কলেজ থেকেও তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। কুষ্টিয়া থেকে রাজশাহী নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এবং আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে তার মরদেহ নিজ গ্রামে এসে পৌছেছে।

গাংনী থানার ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমঝুপিতে মনগড়া প্রকল্পের বিল না দেওয়ায় প্যানেল চেয়ারম্যানকে পেটালেন সাবেক চেয়ারম্যান

সংশ্লিষ্ঠ সদস্যদের স্বাক্ষর ছাড়া মনগড়া প্রকল্পের বিল না দেওয়ায় মেহেরপুরের আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলামকে বেধড়ক পিটিয়েছেন সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা সাইফুল ইসলাম তার অনুসারীরা।

আজ রবিবার সকাল ১১ টার দিকে আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদে এ ঘটনা ঘটে। এসময় ভিডিও ধারণ করতে গেলে ফয়সাল নামে এক যুবকের মোবাইল কেড়ে

নিয়ে ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠেছে সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়া্র্ড সদস্য আবুল কাসেম ও ১,২,৩ সংরক্ষিত সদস্য বনি খাতুনের নামের দুটি কাজের বরাদ্দ দেওয়া হয় পরিষদ থেকে। কিন্তু প্রকল্প দুটি ওই দুই সদস্যর বিপরীতে জোরপূর্বক কাজ করেন সাইফুল ইসলাম। সংশ্লিষ্ট সদস্য ছাড়া কাজ করায় তাদের অনুমোদন ছাড়ায় রবিবার সকালে ওই বিল তুলতে সাইফুল ইসলাম, তার ভাই শফিকুল ইসলামসহ ১০/১২ জনের একটি দল পরিষদ কার্যালয়ে যান।

এসময় প্যানেল চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলামকে বিল দিতে বলেন সাইফুল ইসলাম। এসময় তিনি বিল দিতে অস্বীকৃতি জানালে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে সাইফুল ইসলাম, শফিকুল ইসলামহ তার সঙ্গিরা প্যানেল চেয়ারম্যানকে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে। খবর পেয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সদর থানার একটি দল গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহত প্যানেল চেয়ারম্যানকে উদ্ধার করেন। পরে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত প্যানেল চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমি আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। এর আগে দুটি প্রকল্প হয়েছে অন্য মেম্বারের নামে। সাইফুল সাহেব আমাকে ওভারটেক করে নিজে কাজ করে বিল তুলে নেবে। আমি এর আগেও বিল তুলে দিয়েছি। আবার আরেকটি কাজ করেছে ওই মেম্বারের নামে। মেম্বারকে বাদ দিয়ে নিজেই প্রকল্প তুলে নিয়ে আবার আমাকে বলেছে বিল করে দিতে। আমি বলেছি, আমি এভাবে বিল করে দেব না। কোনো মেম্বারের অনুমোদন নেই, মেম্বারদের মিটিং নেই—এ ধরনের বিল আমি করব না। এ বিষয় নিয়ে রাগারাগির একপর্যায়ে আমাকে পরিষদের সচিব, নিরাপত্তাকর্মী সকলের সামনে আমাকে বেধড়ক মারধর শুরু করে।

তবে অভিযুক্ত সাইফুল ইসলাম ফোন রিসিভ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ঘটনায় এখনো কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

তবে, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর বলেন, আমি খবর পাওয়ার পরপরই প্যানেল চেয়ারম্যানকে থানায় মামলা করার নির্দেশ দিয়েছি। সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল সাহেব ফৌজদারী অপরাধ করেছেন এটা তিনি করতে পারেন না।’

অনিয়ম করে শুধু পর্দা কেনা হয়েছে ২০ লাখ টাকার

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ওসিসি ও স্টেশনারি সামগ্রী ক্রয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগের তীর হাসপাতালের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ডা. বুলবুল কবির, প্রধান অফিস সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটন ও স্টোর কিপার পলি খাতুনের বিরুদ্ধে। ৩৫ লাখ টাকার মধ্যে ২০ লাখ টাকার শুধু পর্দা ক্রয় দেখানো হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের অন্যান্য ক্রয়ের মধ্যে ওসিসি ও স্টেশনারি খাতে ৩৫ লাখ টাকার সামগ্রী সরবরাহে ঠিকাদার হিসেবে কাজ পায় মেহেরপুর ট্রেডিং। কিন্তু অর্থ বছর পেরিয়ে গেলেও ওই প্রতিষ্ঠান থেকে দুই দফায় মাত্র ৯ লাখ টাকার সামগ্রী নেওয়া হয়েছে। বাকি ২৬ লাখ টাকা সামগ্রী হাসপাতালের সুপার বুলবুল আহমেদ নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে নিজে এবং পছন্দের ঠিকাদার দিয়ে নামমাত্র স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয় করেছেন। জানা গেছে, ওই ২৬ লাখ টাকার মধ্যে তিনি শুধু পর্দা ক্রয়ে খরচ দেখিয়েছেন ২০ লাখ টাকা। তিনি টেন্ডার প্রক্রিয়াকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে চার সদস্যর ক্রয় কমিটি করে এ পর্দা কিনেছেন ঢাকার এক ঠিকাদারের কাছে থেকে। তবে কত পিস পর্দা ক্রয় করা হয়েছে সে হিসাব বড় বাবু লিটন ও স্টোর কিপার পলি কেউ দিতে চাননি। চার সদস্যর ক্রয় কমিটিতে ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ডা. বুলবুল কবির, ডা. আবুল কাশেম, ডা. আমেনা খাতুন ও ডা. হাসিবুল ইসলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিনের টিম নতুন বিল্ডিংয়ে অনুসন্ধান করে পুরো বিল্ডিংয়ে ৫৫০ পিস থেকে ৬০০ পর্দার হিসাব পেয়েছে। যে পর্দা ক্রয় করা হয়েছে সে পর্দার দাম বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সর্বোচ্চ ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা হবে প্রতি পিসের দাম। যার সর্বোচ্চ মূল্য হতে পারে ৩ লাখ টাকা, এর সঙ্গে পর্দার পাইপ ফিটিংস ও মিস্ত্রি খরচ দিয়ে আরও ৩ লাখ টাকা যদি খরচ হয় সব মিলিয়ে খরচ হবে ৬ লাখ টাকা। কিন্তু ক্রয় দেখানো হয়েছে ২০ লাখ টাকা।

তবে, ক্রয়ের সঠিক হিসাব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই দিতে পারবে। তবে শুধু স্টেশনারী নয় এ ধরণের সাত থেকে আটটি খাতে প্রতিবছর সরকার কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে থাকে জেলা হাসপাতালে। বরাদ্দগুলো কিভাবে ব্যয় হচ্ছে সে ব্যাপারে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রেখেছে।

স্টেশনারি সামগ্রী সরবরাহকোরী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেহেরপুর ট্রেডিংয়ের স্বত্ত্বাধিকার দেবাশীষ বাগচি বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ওসিসি ও স্টেশনারি খাতে ৩৫ লাখ টাকার কাজ পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার কাছে থেকে দুই দফায় ৯ লাখ টাকার সামগ্রী নেওয়া হয়েছে। বাকি ২৬ লাখ টাকার মালামাল নেওয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন, ইজিপির মাধ্যমে পাওয়া কাজ অন্য কোন ঠিকাদার করতে পারেন না। এক্ষেত্রে আমার সাথে অনিয়ম করা হয়েছে। আমি কিছু বলতে গেলে আমাকে নানাভাবে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্টোর কিপার পলি খাতুন বলেন, সাবেক সুপার বুলবুল স্যার নতুন বিল্ডিংয়ের জন্য ২০ লাখ টাকার পর্দা কিনেছেন । বড়বাবু লিটন বিল রেডি করে দিয়েছে। আমি শুধু স্টোর কিপার হিসেবে মালামাল বুঝে নিয়েছি। তবে কোন ঠিকাদারের কাছে থেকে নিয়েছে আমি সে ঠিকাদারকে চিনিনি। এত টাকার পর্দা কি লেগেছে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি কি এ কথা বলতে পারি?

প্রধান অফিস সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটন বলেন, ‘হাসপাতালের বস হচ্ছেন সুপার । তিনি যেভাবে বলেন আমাদের সেভাবেই কাজ করতে হয়। সাবেক সুপার বুলবুল স্যার তার নিজস্ব ক্ষমতাবলে ২০ লাখ টাকার পর্দা কিনেছেন।’ টেন্ডার প্রাপ্ত ঠিকাদারের সাথে না নিয়ে কেন অন্য ঠিকাদারের কাছে থেকে নিলেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘সুপার স্যার স্পট কোটেশনের মাধ্যমে কিনেছেন আমরা শুধু তার আদেশ বাস্তবায়ন করেছি।’

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ডা. বুলবুল কবির বলেন, ‘স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপযোজন প্রক্রিয়ায় ক্রয় কমিটি করে স্টেশনারি সামগ্রী কেনা হয়েছে। যার নথি হাসপাতালে রয়েছে। আর এ বিষয়ে ঠিকাদার সব জানে। আমার পরে যিনি সুপার যোগদান করেছেন তিনি বাকি টাকা হয়তো সমন্বয় করেছেন।’

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভাপতি মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খান বলেন,

‘হাসপাতালের অনিয়মের বিষয়ে অবশ্যই অনুসন্ধান করবো, যদি ব্যত্যয় পাই ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। হাসপাতালে কোন ধরণের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা আমি রাখতে চাই না।’

পৌর একাদশকে টাইব্রেকারে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন সদর উপজেলা একাদশ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মেহেরপুর সদর উপজেলা একাদশ।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-০ গোলে মেহেরপুর পৌর একাদশকে পরাজিত করে শিরোপা জিতে নেয়।

নির্ধারিত সময়ের খেলায় উভয় দলই একাধিক আক্রমণ পরিচালনা করে গোলের সুযোগ সৃষ্টি করলেও কোনো দলই জালের দেখা পায়নি। ফলে ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হলে ফল নির্ধারণে গড়ায় টাইব্রেকারে।

টাইব্রেকারে সদর উপজেলা একাদশের হয়ে হিমেল, মাহফুজ ও কিরণ সফলভাবে গোল করেন। অন্যদিকে পৌর একাদশের হয়ে সাব্বির, রোকন ও সেলিম শট নিলেও গোলরক্ষক লাকি সাব্বির ও রোকনের শট দারুণ দক্ষতায় রুখে দেন। সেলিমের নেওয়া তৃতীয় শটটি গোলবারের বাইরে চলে গেলে সদর উপজেলা একাদশের খেলোয়াড় ও সমর্থকদের উল্লাসে স্টেডিয়াম মুখরিত হয়ে ওঠে।

খেলা শেষে প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় শিমুলকে ম্যান অব দ্য ফাইনাল, শামীমকে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট, লাকিকে সেরা গোলরক্ষক এবং হিমেলকে সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, মাঠে বিপুলসংখ্যক দর্শকের উপস্থিতি প্রমাণ করে মানুষ এখনও খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী। আগামী ৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী “প্রাইম মিনিস্টার গোল্ডকাপ” টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করবেন। আমরা সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলায় অংশগ্রহণ করব এবং তা উপভোগ করব। আজকে যারা জয়লাভ করেছে তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং যারা জিততে পারেনি তাদেরকে আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। খেলাই একদল জিতবে একদল হারবে এটাই স্বাভাবিক। খেলাধুলা আমাদের অন্যতম একটা বিষয় শিখায় শৃঙ্খলাবোধ। খেলাধুলা সহ আমরা সকল কাজে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাজ করব এবং যে কোন কাজে হেরে গেলে সেখান থেকে আবার কিভাবে নতুন নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে হয় কাজ করতে হয় সেটাও আমরা শিখব।

এর আগে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম ফাইনাল ম্যাচের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং দুই দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। খেলা শুরুর আগে মেহেরপুর জেলার প্রয়াত প্রাক্তন ফুটবলারদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রকাশক জাবেদ মাসুদ মিল্টন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেহেদী হাসান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, শেখ তৌহিদুল কবীর ও ভুবেন চন্দ্র হালদার, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সম্পাদক কাজী রুহুল আমিন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রকিবুল হাসান রিপন, সাবেক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সদস্য আব্দুস সালাম, প্রাক্তন ফুটবলার মাসুদ করিম ধলস, আবু ইউসুফ মিরন ও এমদাদুল হক, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, ক্রিকেট কাউন্সিলর হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ বিপুলসংখ্যক দর্শক।

মুজিবনগরে ইউনিয়ন বিএনপির জনসভা

বর্তমান সরকারের সফলতা এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগরে জনসভার আয়োজন করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপি।
বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার আনন্দবাস বাজার প্রাঙ্গণে এ জনসভার আয়োজন করা হয়।

বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলীর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জালাল উদ্দীন বিশ্বাস ও হারুন উর রশিদ, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মান্জারুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান মাস্টার, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আশরাফুল হক কালু, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি রেজাউল ইসলাম এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাশেম আলী মণ্ডলসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।